Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১০ আষাঢ় ১৪৩২

DU in Media

24 June 2025

দৈনিক জনকণ্ঠ

পানিসম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোজাফফর আহমদ চৌধুরী মিলনায়তনে 'লঙ্কিং সিরিমনি অব দ্য ডিসপ্লেসমেন্ট ম্যানেজমেন্ট টেমপ্লেট ফর সিডিপি মেম্বার স্টেটস' শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন। এ সময় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ উপদেষ্টা ফারুক-ই আজম উপস্থিত ছিলেন -পিআইডি

জলবায়ু ও দুর্যোগ মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রয়োজন

পরিবেশ উপদেষ্টা

কূটনৈতিক রিপোর্টার ॥ জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট আভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি বর্তমানে বৈশ্বিক সংকটে রূপ নিয়েছে। এই সংকট মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট নীতিমালার প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন উপদেষ্টা রিজওয়ানা হাসান। সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে রামরু আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি একথা বলেন। অনুষ্ঠানে জলবায়ু ও দুর্যোগের ঝুঁকিপূর্ণ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ রূপরেখা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর (ভিসি)অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ড. তৈয়বুর রহমান, ডিন, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ, ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও প্রতিনিধি এবং গবেষকগণ অংশগ্রহণ করেন। উপদেষ্টা, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, 'বাস্তুচ্যুতি শুধু বাংলাদেশের সমস্যা নয়, ৬৯টি দেশের জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ ফোরামের সদস্য দেশসমূহের সমস্যা। যা কোনো না কোনোভাবে বাস্তুচ্যুতি মানুষেরা এ সমস্যা মোকাবিলা করছে। বস্তুতই জলবায়ু পরিবর্তনে বৃহত্তম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর অভিযোজন নিশ্চিত করা।'

তিনি আরও বলেন, 'জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ ফোরামের রাষ্ট্রসমূহের বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের জাতীয় কৌশলপত্রের আলোকে তৈরি করা এ নমুনার রূপরেখা কপ৩০-এ উপস্থাপনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরা হবে। অন্যান্য দেশগুলো বাংলাদেশের মডেল অনুসরণ করে তাদের নিজ নিজ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম হাতে নিলে আমাদের জন্য এটি হবে ভীষণ সম্মানের।' উপদেষ্টা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, মো. ফারুক-ই-আজম তার মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতা তুলে ধরে জানান যে, কীভাবে 'শিকস্তি পয়স্তি' আইনে বাস্তুচ্যুতদের জমি পুনরায় জেগে উঠলে দুষ্টচক্র জোরপূর্বক ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে দলিলাদি নামমাত্র মূল্যে কিনে নেয় এবং জমির মালিক হয়ে দাঁড়ায়। বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা কৌশলপত্র, কর্মপরিকল্পনা এবং জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ ফোরামের বাস্তুচ্যুতি টেম্পলেট রচনায় নেতৃত্ব দানকারী রামরুর ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. তাসনিম সিদ্দীকি বলেন, 'শুধু ২০২৪ সালেই বাংলাদেশে ২.৪ মিলিয়ন মানুষ সাময়িকভাবে বাস্তুচ্যুতি হয়েছে। ২০১৪ থেকে ২০২২ পর্যন্ত বাস্তুচ্যুত হয়েছে মোট ১৭ মিলিয়ন বাংলাদেশি। এডিবি ও আইডিএমসি বাংলাদেশের কৌশলপত্রটিকে সেরা চর্চা হিসেবে ২০২৪ সালের বাস্তুচ্যুতি অর্থায়ন রিপোর্টে তুলে ধরেছে।' 'আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের জাতীয় কৌশলপত্রটি সমাদৃত হয়েছে এবং বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের নেতৃত্ব স্বীকৃতি পেয়েছে জাতিসংঘ দুর্যোগ ঝুঁকি কমায় জিপি ২০১৯,২০, ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত ২০২৪ ও অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত ২০২২ সালের এশিয়া-প্যাসিফিক মিনিস্ট্রেরিয়াল দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সম্মেলনগুলোতে।' প্রধান প্রতিনিধি হিসেবে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) এর মি. ল্যান্স বোনো বলেন,'আন্তর্জাতিক ও বাংলাদেশি বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় আইওএম ভূমিকা রাখবে।' ড. নিয়াজ আহমেদ খান বলেন, 'এই ধরনের টেমপেটগুলো ভাইটাল ফ্রেমওয়ার্ক। আন্তর্জাতিক ফলাফল সৃষ্টিকারী গবেষণায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাধুবাদ জানাই এবং এই ধরনের কার্যক্রম চালু রাখায় আমার সর্বাত্মক সহযোগিতা থাকবে।'

ইত্তেফাক

ঢাবিতে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনায় রূপরেখা উদ্বোধন রামরুর

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতির সংকট মোকাবিলায় সুনির্দিষ্ট নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ ফোরামের সদস্য দেশগুলোর জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগজনিত বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনার জন্য কৌশলগত নমুনা রূপরেখা প্রণয়ন করেছে রেফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট (রামরু)। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে এই টেমপ্লেটের উদ্বোধন করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সভাপতিত্ব অনুষ্ঠানে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য বলেন, এই টেমপ্লেটের ব্যাবহারিক উপযোগিতা রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশগত কারণে বাস্তুহারা মানুষের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এটি যথেষ্ট বিস্তৃত, আন্তর্জাতিক কাঠামো প্রদানের জন্য উপযুক্ত এবং একটি অনুশীলনমূলক ডকুমেন্ট।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১০ আষাঢ় ১৪৩২

DU in Media

24 June 2025

নয়া দিগন্ত

ঢাবির ৬ হল ও একটি ছাত্রীনিবাসে এলইডি টিভি দিলো চীনা দূতাবাস

চীন এবং বাংলাদেশের মধ্যে বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের অংশ হিসেবে চীনা দূতাবাসের পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি ছাত্রী হল, একটি ছাত্রীনিবাস ও স্যার পিজে হার্টগ ইন্টারন্যাশনাল হলে এলইডি টেলিভিশন প্রদান করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান রোববার তার সভাকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে এই টেলিভিশনগুলো বিতরণ করেন। এলইডি টেলিভিশন পাওয়া ছাত্রীনিবাস ও হলগুলো হলো : রোকেয়া হল, শামসুন নাহার হল, বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল, স্যার পি জে হার্টগ ইন্টারন্যাশনাল হল, শেখ ■ ৪র্থ পৃ: ২-এর কলামে

ঢাকাস্থ চীন দূতাবাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি হল ও একটি ছাত্রী নিবাসে এলইডি টিভি দিয়েছে ■ নয়া দিগন্ত

ঢাবির ৬ হল ও একটি

৩য় পৃষ্ঠার পর

ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল, কবি সুফিয়া কামাল হল ও নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী ছাত্রীনিবাস। এ সময় রোকেয়া হলের ভারপ্রাপ্ত প্রভোস্ট সহকারী অধ্যাপক রুমানা পারভীন এ্যানি, শামসুন নাহার হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক নাসরিন সুলতানা, বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. মাহবুবা সুলতানা, স্যার পি জে হার্টগ ইন্টারন্যাশনাল হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক এম এ কাউসার, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. আলেয়া বেগম, কবি সুফিয়া কামাল হলের প্রভোস্ট ড. ছালমা নাছরীন, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ড. আবদুল্লাহ-আল-মামুন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. ইয়ং হুই উপস্থিত ছিলেন। বিজ্ঞপ্তি।

দৈনিক বর্তমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা টেমপ্লেট' উদ্বোধন

ঢাবি প্রতিনিধি

গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান রামরু (Refugee and Migratory Movements Research Unit) ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম-এর সদস্যভুক্ত দেশসমূহের জন্য একটি 'অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা টেমপ্লেট (Internal Displacement Management Template) প্রণয়ন করেছে। আজ ২৩ জুন ২০২৫ সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনস্থ অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে এই টেমপ্লেট-এর উদ্বোধন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক ই আজম, বীর প্রতীক অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম)-এর ঢাকাস্থ চিফ অফ মিশন মি. ল্যান্সি বনু (গৎ খধহপব ইড়হহবধঁ, ঈযরবভ ড়ভ গরংংরড়হ, ওঙগ) অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। রামরু'র নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. তাসনিম আরেফা সিদ্দিকী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন। রামরু'র গবেষণা ফেলো ইখতেখারুল ইসলাম 'টেমপ্লেট'-এর বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, এই টেমপ্লেটের ব্যবহারিক উপযোগিতা রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও পরিবেশগত কারণে বাস্তুহারা মানুষদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। এটি যথেষ্ট বিস্তৃত, আন্তর্জাতিক কাঠামো প্রদানের জন্য উপযুক্ত এবং একটি অনুশীলনমূলক ডকুমেন্ট। তিনি বলেন, সমন্বিত কাজ ও অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে পরিচালিত যে কোন গবেষণাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই টেমপ্লেট তৈরিতেও সেটি অনুসরণ করা হয়েছে। এজন্য এটি অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং সময়ের সঙ্গে এটি হালনাগাদ করা সম্ভব। এই টেমপ্লেট নিয়ে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহ বৃহত্তর পরিসরে কাজ করলে দেশের মানুষ অনেক উপকৃত হবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন।

উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, বৈষম্য নিরসন ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় জাতীয় পর্যায়ে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। দীর্ঘদিনের নিষ্ক্রিয়তার কারণে আমাদের বেশ কিছু সমস্যা সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিস্থিতির কারণে দেশের একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে দরিদ্র জনগণ ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। এসব অসহায়, দরিদ্র, নিঃস্ব ও বাস্তুহারা মানুষের সুরক্ষা প্রদান সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। আন্তঃসংস্থা সমন্বয়ের মাধ্যমে বর্তমান সরকার এসব সংকট নিরসনে বেশকিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

উপদেষ্টা ফারুক ই আজম বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি এবং এর কার্যকর ব্যবস্থাপনা বর্তমান সময়ের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের মানুষ এই সংকটের ভয়াবহতা বারবার প্রত্যক্ষ করেছে। বিভিন্ন রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এখন এদেশের মানুষের নিত্যদিনের বাস্তবতা। এই বাস্তবতা শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দেশ এই সংকটের সম্মুখীন। এই প্রেক্ষাপটে রামরু যে টেমপ্লেট প্রণয়ন করেছে তা অত্যন্ত সময়োপযোগী, প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

উল্লেখ্য, জলবায়ু পরিবর্তনসহ বিভিন্ন কারণে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি, মানবাধিকার, জীবিকা নির্ভর অভিবাসন, নগরায়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাধর্মী নথি হিসেবে রামরু এই ডিসপ্লেসমেন্ট ম্যানেজমেন্ট টেমপ্লেট প্রণয়ন করেছে। এটি সম্প্রতি সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

আমাদের সময়

ঢাবিতে অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা টেমপ্লেট উদ্বোধন

ঢাবি প্রতিবেদক •

অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা টেমপ্লেটের খসড়া আন্তর্জাতিক মডেল হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানিসম্পদ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি মোকাবিলায় রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্ট রিসার্চ ইউনিটের (রামরু) প্রণীত নির্দেশিকা দেশের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি এটি বিশ্বব্যাপী ৬৯টি জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশের জন্যও কার্যকর হতে পারে।

গতকাল সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি ব্যবস্থাপনা টেমপ্লেটের উদ্বোধনকালে পরিবেশ উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

রামরুর টেমপ্লেটকে সময়োপযোগী ও প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করে অনুষ্ঠানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ উপদেষ্টা ফারুক ই আজম বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি এবং এর কার্যকর ব্যবস্থাপনা বর্তমান সময়ের অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এই বাস্তবতা শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দেশ এই সংকটের সম্মুখীন। এই প্রেক্ষাপটে রামরু যে টেমপ্লেট প্রণয়ন করেছে তা অত্যন্ত সময়োপযোগী, প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যপূর্ণ।

এ সময় অন্যদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান, আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) ঢাকার চিফ অব মিশন মি. ল্যান্সি বনন্যু, রামরুর নির্বাহী পরিচালক অধ্যাপক ড. তাসনিম আরেফা সিদ্দিকী বক্তব্য দেন। উল্লেখ্য, রামরু হলো কপ-৩০ সম্মেলনের জন্য একটি গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠান।